Maynaguri College
Department of Sociology
Paper Name: Social Work (MDC)
Semester: 4th

Q.ভারতের প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং মহাত্মা গান্ধী, জ্যোতিবা ফুলে ও বিনোবা ভাবের গঠনমূলক কাজসমূহ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:ভারতে সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার ফল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সমাজসেবা ধর্মীয় এবং দানশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ পেত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, এবং মঠসমূহ দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসত। কিন্তু আধুনিক সমাজকর্ম একটি পেশাগত রূপ পায় ঔপনিবেশিক যুগ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। এই সময় সমাজকর্মে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও আন্দোলন এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ:

১. **ঔপনিবেশিক যুগে** ব্রিটিশ শাসনের ফলে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে, যার ফলে সমাজে পরিবর্তনের দাবি উঠে।
২. **সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন**—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারক নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন।
৩. **স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়** সমাজসেবার ধারণা জাতীয় আন্দোলনের সাথে মিশে যায়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী, জ্যোতিবা ফুলে ও বিনোবা ভাবে তাঁদের গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজকর্মের ভিত্তি মজবুত করেন।

মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কাজ:

মহাত্মা গান্ধী সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য গঠনমূলক কাজ:

- **ছুঁচলামুক্তি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ**
- **গ্রামোন্নয়ন ও খাদ্য স্বনির্ভরতা (খাদি আন্দোলন)**
- **নারী শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা**
- **স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জনসচেতনতা**
- **ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠায় অহিংসা ও সত্যাগ্রহ**

জ্যোতিবা ফুলের গঠনমূলক কাজ:

জ্যোতিবা ফুলে ছিলেন এক বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক যিনি নিচু জাতি ও নারীদের অধিকারের পক্ষে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর অবদান:

- **নারী ও দলিত শিক্ষার প্রসার**

- **স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা**
- **বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন**
- **বিধবা পুনর্বিবাহে সমর্থন**
- **জাতপাত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম**

বিনোবা ভাবের গঠনমূলক কাজ:

বিনোবা ভাবে ছিলেন গান্ধীবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর প্রধান অবদান:

- **ভূদান আন্দোলন**: জমির মালিকদের স্বেচ্ছায় জমি দান করে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার আন্দোলন।
- **গ্রাম স্বরাজ ধারণার প্রচার**
- **সার্বজনীন শিক্ষা ও সামাজিক সমতার উপর জোর**
- **নারীশিক্ষা ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য কাজ**

উপসংহার:

ভারতে সমাজকর্মের ইতিহাস শুধুমাত্র দান কিংবা সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি সামাজিক ন্যায় ও মানবিক মর্যাদার জন্য লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা। মহাত্মা গান্ধী, জ্যোতিবা ফুলে ও বিনোবা ভাবের মতো মহান ব্যক্তিত্বদের অবদান আধুনিক সমাজকর্মের ভিত্তি গঠনে সহায়ক হয়েছে। তাঁদের গঠনমূলক কর্মসূচি আজও সমাজকর্মের মূল নীতিমালার সাথে মিল রেখে চলে।

Q.সমাজকর্মের প্রাথমিক ও গৌণ পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

সমাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজকর্মে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যেগুলোকে প্রধানত **প্রাথমিক (Primary)** এবং **গৌণ (Secondary)** পদ্ধতি হিসেবে ভাগ করা যায়।

প্রাথমিক পদ্ধতি (Primary Methods of Social Work):

প্রাথমিক পদ্ধতি সমাজকর্মের মূল ভিত্তি। এগুলো সরাসরি সেবা প্রদান এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তিনটি প্রধান প্রাথমিক পদ্ধতি হলো:

১. **ব্যক্তিগত সমাজকর্ম (Social Case Work):**
এটি ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা নিরসনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বুঝে তা সমাধানে সহায়তা করা হয়। যেমন – মানসিক সমস্যা, আসক্তি, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

২. **গোষ্ঠী সমাজকর্ম (Social Group Work):**
এই পদ্ধতিতে ছোট গোষ্ঠীর মাধ্যমে সদস্যদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, সামাজিকীকরণ এবং দলগত সমস্যার সমাধান করা হয়। যেমন – যুব সংঘ, মহিলা সমিতি, শিশু ক্লাব ইত্যাদি।

৩. **সম্প্রদায় সংগঠন (Community Organization):**
সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এটি প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা, মানুষ ও সম্পদ একত্রিত করে সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। উদাহরণ – গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি।

গৌণ পদ্ধতি (Secondary Methods of Social Work):

গৌণ পদ্ধতিগুলি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। এগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক পদ্ধতিগুলিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।

১. **সমাজকর্ম গবেষণা (Social Work Research):**
সমাজের সমস্যা বিশ্লেষণ করে কার্যকর সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য গবেষণা করা হয়। এটি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি বা কৌশল উদ্ভাবনে সহায়তা করে।

২. **সমাজ কল্যাণ প্রশাসন (Social Welfare Administration):**
সমাজসেবামূলক সংস্থা বা প্রকল্প পরিচালনার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। পরিকল্পনা, সংগঠন, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাজসেবা পরিচালনা করা হয়।

৩. **সমাজ কর্মে জনশিক্ষা (Social Action / Public Education):**
জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন – বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী অধিকার আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি।

উপসংহার:

সমাজকর্মের প্রাথমিক ও গৌণ পদ্ধতিগুলি পরস্পর সম্পূরক। প্রাথমিক পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে সরাসরি কাজ করে, আর গৌণ পদ্ধতি সেই কাজকে সংগঠিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রভাবশালী করে তোলে। উভয় পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগ সমাজকল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Q.সমাজকর্মের মৌলিক মূল্যবোধ ও নীতিগুলি আলোচনা কর।

উত্তর:

সমাজকর্ম একটি মানবিক পেশা, যার মূল লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও সামাজিক সুস্থতা রক্ষা করা। এই পেশার ভিত্তিতে কিছু মৌলিক **মূল্যবোধ (Values)** ও **নীতিমালা (Principles)** রয়েছে, যা সমাজকর্মীদের পরিচালনায় সহায়তা করে।

সমাজকর্মের মৌলিক মূল্যবোধসমূহ:

১. **মানব মর্যাদার স্বীকৃতি (Respect for Human Dignity):**
প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব মর্যাদা আছে। সমাজকর্মীকে ব্যক্তি, শ্রেণি, জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

২. **সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice):**
সমাজে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার থাকা উচিত – শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। সমাজকর্মী বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষদের পক্ষে কাজ করেন।

৩. **সেবা (Service):**
সমাজকর্মী নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। সেবা মানেই শুধু দান নয়, বরং মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সক্ষম করে তোলা।

৪. **মানবাধিকার ও স্বাধীনতা (Human Rights and Freedom):**
প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, বিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে। সমাজকর্মে এই অধিকার রক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. **অখণ্ডতা ও সততা (Integrity and Honesty):**
সমাজকর্মীর ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কাজের ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখতে হয়।

সমাজকর্মের নীতিগুলি:

১. **গ্রহণযোগ্যতার নীতি (Principle of Acceptance):**
সমাজকর্মী ক্লায়েন্টকে যেমন আছে, ঠিক তেমনভাবেই গ্রহণ করে থাকেন – বিচার বা সমালোচনা ছাড়াই।

২. **গোপনীয়তার নীতি (Principle of Confidentiality):**
ক্লায়েন্টের তথ্য গোপন রাখা সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা অনুচিত, যদি না আইনি বা নিরাপত্তাজনিত বাধ্যবাধকতা থাকে।

৩. **স্বনির্ভরতার নীতি (Principle of Self-determination):**
ক্লায়েন্ট নিজের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখে। সমাজকর্মী পরামর্শ দিতে পারেন, চাপ প্রয়োগ করতে পারেন না।

৪. **ভালো করার নীতি (Principle of Doing Good):**
সমাজকর্মীর প্রতিটি কাজ ক্লায়েন্ট বা সমাজের জন্য ইতিবাচক ও উপকারী হওয়া উচিত।

৫. **অহিংসা ও সহমর্মিতার নীতি (Principle of Non-violence and Empathy):**
সহানুভূতি নয়, বরং সহমর্মিতা নিয়ে কাজ করা উচিত। সমাজকর্মী যেন ক্লায়েন্টের আবেগ ও পরিস্থিতিকে অনুভব করতে পারেন।

উপসংহার:

সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিগুলি এই পেশাকে শুধু একটি সেবা নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করে। এগুলির যথাযথ প্রয়োগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এবং মানুষের উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Q.নারী নির্যাতন ও নারী পাচার সমস্যার কারণ ও সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

নারী নির্যাতন ও নারী পাচার আধুনিক সমাজের এক গভীর সামাজিক সমস্যা। এই দুই সমস্যাই নারীর মানবাধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতি চরম হুমকি। সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো এসব সমস্যার প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

নারী নির্যাতন (Domestic Violence):

নারী নির্যাতন বলতে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ঘটে যাওয়া শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অর্থনৈতিক নির্যাতন বোঝায়। এটি স্বামী, শ্বশুরবাড়ির সদস্য বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা ঘটতে পারে।

কারণসমূহ:

১. পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
২. নারীর আর্থিক নির্ভরতা ও শিক্ষার অভাব
৩. মদ্যপান ও আসক্তি
৪. কুসংস্কার ও সামাজিক মানসিকতা
৫. আইন প্রয়োগের দুর্বলতা

নারী পাচার (Women Trafficking):

নারী পাচার বলতে নারীদের জোরপূর্বক, প্রতারণা বা প্রলোভনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বা আন্তর্জাতিকভাবে যৌন ব্যবসা, জোরপূর্বক শ্রম বা বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানান্তর বোঝায়।

কারণসমূহ:

১. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব
২. নারী শিক্ষার অভাব
৩. অপরাধ চক্র ও দুর্বল আইন প্রয়োগ
৪. যৌন ব্যবসার চাহিদা
৫. নিরাপত্তার অভাব ও পারিবারিক অবহেলা

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

১. সচেতনতামূলক কাজ:

- পরিবার ও সমাজে নারী অধিকার, নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- স্কুল, কলেজ ও গ্রামে সচেতনতা কর্মসূচি

২. কাউন্সেলিং ও সহায়তা:

- নির্যাতিত ও পাচার হওয়া নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদান
- পরিবারিক সহিংসতা থেকে মুক্তির পথ বাতলে দেওয়া

৩. আইনি সহায়তা প্রদান:

- আইনি সচেতনতা বাড়ানো
- মহিলা কমিশন বা আইনি সহায়তা কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করা

৪. পুনর্বাসন:

- আশ্রয় কেন্দ্র, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের উদ্যোগ
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা গড়ে তোলা

৫. নেটওয়ার্কিং ও নীতি প্রভাবিতকরণ:

- সরকার ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ে কাজ করা
- নীতিনির্ধারণ ও আইন সংস্কারের জন্য পরামর্শ দেওয়া

উপসংহার:

নারী নির্যাতন ও নারী পাচার রোধে সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিহার্য। সমাজকর্মীরা কেবল সমস্যার সমাধানকারী নন, বরং তারা সমাজ পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক। সচেতনতা, আইনি সহায়তা, পুনর্বাসন এবং সামাজিক ন্যায়ের পথে সমাজকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই সমস্যাগুলোর দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Q,শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম ও শিশু পাচারের কারণ বিশ্লেষণ কর এবং এই সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমান সমাজে তারা নানা ধরনের নির্যাতন, শ্রম ও পাচারের শিকার হচ্ছে। এই সমস্যাগুলি শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সমাজকর্মীরা এই সমস্যাগুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১. শিশু নির্যাতন (Child Abuse):

শিশু নির্যাতন বলতে শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অবহেলার মাধ্যমে শিশুদের ক্ষতি করা বোঝায়।

কারণসমূহ:

- পরিবারে দারিদ্র্য ও অশান্তি
- অভিভাবকদের অশিক্ষা ও সহিংস মানসিকতা
- মাদকাসক্তি
- শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব

২. শিশু শ্রম (Child Labour):

শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত করা, যাতে তাদের শিক্ষার সুযোগ নষ্ট হয় এবং তারা শোষণের শিকার হয়, সেটাই শিশু শ্রম।

কারণসমূহ:

- দারিদ্র্য ও পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা
- শিক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা
- শিশুদের সস্তা শ্রমিক হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা
- আইন প্রয়োগে গাফিলতি

৩. শিশু পাচার (Child Trafficking):

শিশুদের জোরপূর্বক বা প্রতারণার মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তর করে যৌন ব্যবসা, জোরপূর্বক শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তি বা দত্তক নেওয়ার নামে বিক্রয় করাকে শিশু পাচার বলে।

কারণসমূহ:

- দরিদ্র পরিবারের অসচেতনতা
- সীমান্ত এলাকায় অপরাধ চক্রের প্রভাব
- রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

১. সচেতনতামূলক কর্মসূচি:

- শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে পরিবার ও সমাজে সচেতনতা তৈরি
- বিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে প্রচার

২. পুনর্বাসন ও কাউন্সেলিং:

- নির্যাতিত বা পাচার হওয়া শিশুদের মানসিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
- সরকারি ও বেসরকারি হোমে শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা

৩. আইনগত সহায়তা:

- শিশু সুরক্ষা আইনের প্রচার ও প্রয়োগে সহায়তা
- শিশু পাচার ও শ্রম বিরোধী আইনি প্রক্রিয়ায় সংযুক্তি

৪. নেটওয়ার্কিং ও পলিসি অ্যাডভোকেসি:

- সরকার, NGO, স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটি-র সঙ্গে সমন্বয়
- শিশু সুরক্ষায় শক্তিশালী নীতি ও আইন প্রণয়নের জন্য প্রচেষ্টা

উপসংহার:

শিশু নির্যাতন, শ্রম ও পাচার বন্ধে সমাজকর্মীরা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেন। এসব সমস্যা কেবল আইন দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়; সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণেও পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য সমাজকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা, সহযোগিতা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই পারে শিশুদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।

Q.ভারতের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ কর এবং সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে পরিবার পরিকল্পনা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যু। এই সমস্যাগুলোর সমাধানে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১. পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning):

অর্থ:

পরিবার পরিকল্পনা হলো একটি দম্পতির নিজের ইচ্ছামতো সন্তান নেওয়ার সময় নির্ধারণ ও সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ:

- শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কার
- পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা
- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা
- স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বল্পতা

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- জনসচেতনতা বৃদ্ধি
- স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয়
- পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্পের আয়োজন
- গর্ভনিরোধক ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান

২. মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (Mental Health Issues):

অর্থ:

মানসিক ভারসাম্যহীনতা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, স্ট্রেস, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

সমস্যার কারণ:

- আর্থিক চাপ ও বেকারত্ব
- পারিবারিক কলহ
- মাদকাসক্তি
- মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কুসংস্কার ও লজ্জা

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- কাউন্সেলিং ও সহানুভূতিশীল শ্রবণ
- কমিউনিটিতে সচেতনতা কর্মসূচি
- মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন
- স্কুল ও কলেজে সচেতনতামূলক ক্লাস

৩. গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যা (Community Health Problems in Rural India):

প্রধান সমস্যা:

- বিশুদ্ধ পানির অভাব
- অপুষ্টি
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব
- গর্ভবতী নারীদের নিরাপদ প্রসবের সুযোগ না থাকা
- টিকাদানের অভাব

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- গ্রামে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও সচেতনতা কর্মসূচি
- টিকাদান ও শিশু পুষ্টি বিষয়ে প্রচার
- গর্ভবতী ও নবজাতকদের স্বাস্থ্য সহায়তা
- স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান

উপসংহার:

ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা, মানসিক স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য উন্নয়নে সমাজকর্মীদের কার্যকর ভূমিকা পালন অত্যন্ত জরুরি। সমাজকর্মীরা কেবল সচেতনতা সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নন, বরং তারা স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে জনগণের সংযোগ স্থাপন, নীতি প্রভাবিতকরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেও সহায়ক হন। এভাবেই একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজ গঠন সম্ভব।

Q;মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর, বিশেষ করে সমতার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার এবং মত প্রকাশের অধিকার প্রসঙ্গে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

মানবাধিকার হলো সেই মৌলিক অধিকার যা মানুষ জন্মসূত্রে লাভ করে এবং যা তার মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সমানতার ভিত্তি রক্ষা করে। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ (1948) ও ভারতের সংবিধানে এসব অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সমাজকর্মীদের ভূমিকা এসব অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. সমতার অধিকার (Right to Equality):

অর্থ:

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকা।

সমস্যা:

- জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য
- লিঙ্গভিত্তিক অসমতা
- সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি
- বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
- আইনগত সহায়তা প্রদান
- প্রান্তিক গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন

২. শিক্ষার অধিকার (Right to Education):

অর্থ:

৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ।

সমস্যা:

- দরিদ্র ও গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার অপ্রাপ্যতা
- মেয়েশিশুদের শিক্ষায় বাধা
- স্কুলে শিশু শ্রমের প্রবণতা

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- স্কুলে ভর্তি নিশ্চিতকরণ
- অভিভাবকদের সচেতন করা
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনঃভর্তি
- শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারি প্রকল্পে সহায়তা

৩. কাজের অধিকার (Right to Work):

অর্থ:

প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অধিকার থাকা।

সমস্যা:

- বেকারত্ব
- নারী ও প্রতিবন্ধীদের কাজ না পাওয়া
- শ্রমিকদের শোষণ

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- কর্মসংস্থানের সুযোগ বিষয়ে তথ্য প্রদান
- দক্ষতা প্রশিক্ষণের আয়োজন
- শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরিতে সহায়তা

৪. মত প্রকাশের অধিকার (Right to Freedom of Opinion and Expression):

অর্থ:

প্রত্যেক নাগরিকের নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার আছে – ভাষা, লেখনী, চিত্র অথবা সভার মাধ্যমে।

সমস্যা:

- দমনমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ
- সংবাদপত্র বা মিডিয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
- ভয় ও হুমকি প্রদর্শন

সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- মানুষের কণ্ঠস্বরকে সামনে আনা
- তথ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করা
- জনগণকে মত প্রকাশে উদ্‌বুদ্ধ করা
- সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয়

উপসংহার:

সমাজকর্মী মানবাধিকারের সুরক্ষায় একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সচেতন করে তোলেন, আইনি ও নৈতিক সহায়তা প্রদান করেন এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সম্মানজনক সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মানবাধিকার রক্ষা শুধুই একটি আইনি বিষয় নয় – এটি মানবিক দায়িত্ব, যা সমাজকর্মীর মাধ্যমে কার্যকর হয়ে ওঠে।

Q.সমাজকর্মের প্রাথমিক ও গৌণ পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং প্রতিটির গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর:

সমাজকর্ম হল একটি পেশাদারী সেবা যেখানে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির, পরিবারের ও সমাজের উন্নয়ন সাধন করা হয়। সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো মূলত দুই ধরনের — **প্রাথমিক (Primary)** এবং **গৌণ (Secondary)**।

১. প্রাথমিক পদ্ধতি (Primary Methods):

এগুলো হলো সমাজকর্মের সরাসরি পদ্ধতি, যা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সরাসরি কাজের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সাধন করে।

প্রধান প্রাথমিক পদ্ধতিসমূহ:

- **কেসওয়ার্ক (Case Work):**
  ব্যক্তিগত পর্যায়ে একক ব্যক্তি বা পরিবারের সমস্যা সমাধানের জন্য মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক কৌশল প্রয়োগ।
- **গ্রুপ ওয়ার্ক (Group Work):**
  একই ধরনের সমস্যা বা উদ্দেশ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রুপে এনে তাদের মাঝে পারস্পরিক সহায়তা, সমর্থন ও উন্নয়ন করা।
- **কমিউনিটি ওয়ার্ক (Community Work):**
  সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা।

২. গৌণ পদ্ধতি (Secondary Methods):

এসব পদ্ধতি সমাজকর্মের প্রাথমিক পদ্ধতিকে সমর্থন করে এবং বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনে সহায়ক হয়।

গৌণ পদ্ধতির উদাহরণ:

- **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Education and Training):**
  জনগণ ও সমাজকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা তৈরি।
- **গবেষণা (Research):**
  সমাজের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ নির্ধারণে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- **প্রশাসন ও পরিকল্পনা (Administration and Planning):**
  সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত।
- **আইন প্রণয়ন ও সামাজিক নীতি (Legislation and Social Policy):**
  সমাজে ন্যায় ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইন ও নীতি প্রণয়ন।

গুরুত্ব:

- **প্রাথমিক পদ্ধতি** ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সমস্যা দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান করে।

- **গৌণ পদ্ধতি** বৃহত্তর স্তরে সমস্যা বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে।
- উভয় পদ্ধতির সমন্বয় সমাজকর্মকে আরও ফলপ্রসূ ও ব্যাপক করে তোলে।

উপসংহার:

সমাজকর্মের প্রাথমিক ও গৌণ পদ্ধতিগুলি একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিগত থেকে সামষ্টিক স্তরে সমাজের কল্যাণে কাজ করার জন্য এই পদ্ধতিগুলোর সঠিক প্রয়োগ অপরিহার্য। সমাজকর্মীরা এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

Q.সমাজকর্মের সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

সমাজকর্ম হল একটি পেশাদারী সমাজসেবা যা সমাজের অসচ্ছল, পিছিয়ে পড়া ও সংকটগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করে তাদের জীবনমান উন্নত করার জন্য। এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে কাজ করে।

১. সমাজকর্মের সংজ্ঞা:

সমাজকর্ম এমন একটি পেশাদারী কার্যক্রম যা সামাজিক পরিবর্তন আনে, ব্যক্তির বিকাশ সাধন করে এবং সমাজের উন্নতিতে ভূমিকা রাখে। সমাজকর্মীরা মানুষকে সাহায্য করে তাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে এবং সমাজে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে।

২. সমাজকর্মের প্রকৃতি (Nature):

- **সমাজসেবামূলক:** সমাজের দুঃস্থ ও অসহায়দের কল্যাণে কাজ করে।
- **পেশাদারী:** এটি একটি বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।
- **বৈচিত্র্যময়:** ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করে।
- **নিয়মিত ও সংগঠিত:** সমাজসেবা কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও নিয়ম অনুসরণ করে কাজ করা হয়।
- **মানবিক ও নৈতিক:** মানবাধিকার ও নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করে।

৩. সমাজকর্মের উদ্দেশ্য (Objectives):

- ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ সাধন।
- পরিবারের ঐক্য ও সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা।

- গোষ্ঠী ও সমাজে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান।
- দরিদ্র, অসহায় ও বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন।
- সমাজে সাম্য, ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার:

সমাজকর্ম একটি মানবিক পেশা যা সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে, সামাজিক অসাম্য দূর করে এবং সমাজে শান্তি ও সাম্যের পরিবেশ গড়ে তোলে। সমাজকর্মীর দায়িত্ব হলো মানুষের সমস্যার সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করা এবং একটি উন্নত সমাজ গঠন করা।

Q.সমাজকর্মের মৌলিক মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

সমাজকর্ম একটি মানবিক পেশা যা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। সমাজকর্মের কার্যকারিতার মূল ভিত্তি হলো কিছু নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নীতি, যা সমাজকর্মীর কাজের মান বজায় রাখে এবং সঠিক দিশা প্রদান করে।

১. সমাজকর্মের মৌলিক মূল্যবোধ:

- **মানবাধিকারের সম্মান:** প্রত্যেক মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সম্মান করা।
- **সমতা:** সকল মানুষের মধ্যে সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করা।
- **সহানুভূতি:** মানুষের কষ্ট বোঝা এবং সহানুভূতিশীল হওয়া।
- **স্বাধীনতা:** ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা উৎসাহিত করা।
- **ন্যায়বিচার:** সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা।
- **গোপনীয়তা রক্ষা:** ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা।

২. সমাজকর্মের মৌলিক নীতিসমূহ:

- **সদাচরণ (Ethical Conduct):** সমাজকর্মী তার পেশাগত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে।
- **বিচক্ষণতা (Discretion):** ক্লায়েন্টের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার সময় বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতা অবলম্বন।
- **ক্লায়েন্ট কেন্দ্রীকরণ (Client-Centered Approach):** কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ক্লায়েন্ট থাকবে এবং তার প্রয়োজন ও ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানো হবে।
- **সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব:** অন্যান্য পেশাদার ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা।

- **বৈচিত্র্য গ্রহণ:** সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিকে সম্মান করা এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা।
- **সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা:** সমাজকর্মীর কাজের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস রক্ষা করা।

উপসংহার:

সমাজকর্মের মৌলিক মূল্যবোধ ও নীতি ছাড়া এর পেশাদারিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ সমাজকর্মীকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, মানুষের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। সুতরাং, একজন সফল সমাজকর্মীর জন্য এই মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ জানা ও মেনে চলা অত্যাবশ্যক।

Q,শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম এবং শিশু পাচারের সমস্যা বিশ্লেষণ কর এবং সমাজকর্মীর এই সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম এবং শিশু পাচার হলো সমাজের সবচেয়ে জটিল ও সংকটজনক সমস্যা, যা শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। এসব সমস্যা রোধে সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. শিশু নির্যাতন (Child Abuse):

শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন বা অবহেলার মাধ্যমে শিশুর ক্ষতি করা।

কারণ:

- পারিবারিক ঝগড়া ও দুর্নীতি
- অর্থনৈতিক সমস্যা
- সামাজিক অবহেলা ও সচেতনতার অভাব

প্রভাব:

শিশুর শারীরিক আঘাত, মানসিক ট্রমা, আত্মবিশ্বাসের অভাব ও ভবিষ্যতে সামাজিক বিচ্যুতি।

২. শিশু শ্রম (Child Labour):

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত এমন কাজ করতে বাধ্য করা।

কারণ:

- দরিদ্রতা

- শিক্ষার অভাব
- আইন প্রয়োগের দুর্বলতা

প্রভাব:

শিশুর স্বাস্থ্যহানি, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।

৩. শিশু পাচার (Child Trafficking):

শিশুদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে কিনে-বেচা বা পাচার করা।

কারণ:

- দারিদ্র্য ও বেকারত্ব
- অপরাধী সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা
- সামাজিক ও আইনি দুর্বলতা

প্রভাব:

শিশুর জীবনের নিরাপত্তাহানি, স্বাস্থ্যঝুঁকি, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার।

৪. সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** পরিবার ও সমাজকে শিশু অধিকার ও সুরক্ষায় সচেতন করা।
- **আইনি সহায়তা:** শিশুর অধিকার রক্ষায় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করা।
- **পুনর্বাসন:** নির্যাতিত ও শ্রমিক শিশুদের পুনর্বাসন ও শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান।
- **কমিউনিটি কাজ:** স্থানীয় সমাজ ও সরকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- **গবেষণা ও নীতি প্রণয়ন:** শিশু নির্যাতন ও পাচার প্রতিরোধে গবেষণা ও সামাজিক নীতি প্রণয়নে অবদান রাখা।

উপসংহার:

শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম ও পাচার সমাজের কলঙ্ক এবং এগুলো প্রতিরোধে সমাজকর্মীর সচেতনতা, আইন প্রয়োগ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অপরিহার্য। সমাজকর্মীরা শিশুদের নিরাপদ ও সুস্থ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনেন।

Q.নারী নির্যাতন ও নারী পাচারের সমস্যা বিশ্লেষণ কর এবং সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: নারী নির্যাতন ও নারী পাচার সমাজের গভীর সংকট। এগুলো নারীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অধিকারকে হরণ করে। সমাজের উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের জন্য এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা অত্যন্ত জরুরি।

১. গৃহস্থালী নির্যাতন (Domestic Violence):

পরিবারের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের মাধ্যমে নারীর অধিকার লঙ্ঘন।

কারণ:

- পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
- অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপ
- সামাজিক কুসংস্কার ও অবহেলা

প্রভাব:

নারীর আত্মসম্মানহানি, শারীরিক আঘাত, মানসিক অবসাদ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

২. নারী পাচার (Women Trafficking):

নারীকে জোরপূর্বক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রি বা স্থানান্তর করা।

কারণ:

- দরিদ্রতা ও বেকারত্ব
- অপরাধী চক্রের সক্রিয়তা
- আইনি বাস্তবায়নের দুর্বলতা

প্রভাব:

নারীর নিরাপত্তাহানি, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, মানুষের অধিকার লঙ্ঘন।

৩. সমাজকর্মীর ভূমিকা:

- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** পরিবার ও সমাজে নারীর অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে শিক্ষা ও প্রচার।
- **আইনি সহায়তা:** নির্যাতিত ও পাচার হওয়া নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান ও মামলা পরিচালনা।
- **পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন:** নারীদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ।

- **কমিউনিটি সংহতি গঠন:** স্থানীয় সংগঠন ও সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যকর সমাধান।
- **নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:** নারীর সুরক্ষায় নতুন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা।

উপসংহার:

নারী নির্যাতন ও পাচার সমাজের এক বৃহৎ অভিশাপ। সমাজকর্মীরা এই সমস্যাগুলো প্রতিরোধ ও সমাধানে কাজ করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নারীর নিরাপত্তা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।